আজকের কাগজ

তারিখ ৭-৯-৯১
পৃষ্ঠা 2 কলাম ১

এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স চালুর দাবিতে ২০ দিন ধরে ছাত্ররা বিসিএলইটি বন্ধ করে রেখেছে

সুকান্ত ও অনন্ত : চামড়া প্রযুক্তির ওপর শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে দেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বিসিএলইটি) গত ২০ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। কলেজের "আর্টিসান-ইন-ট্যানিং" কোর্সের ছাত্ররা ২ বছর মেয়াদী "এডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স" পুনরায় চালু করার দাবিতে গত ১৮ আগস্ট থেকে কলেজে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ছাত্ররা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পযন্ত অবস্থান ধর্মঘটও পালন করছে। অচলাবস্থা নিরসনে অধ্যক্ষবিহীন কলেজ প্রশাসন বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কোনো তৎপরতাই এখন অবধি দেখা যাচ্ছে না।

জন্মলগ্ন থেকে কলেজটিতে ৩টি কোর্স চালু ছিলো। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে কলেজের পাঠ্যক্রম পুনর্বিন্যাস করা হয়। এ পর্যায়ে ডিপ্লোমা কোর্সের বদলে ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি-ইন-লেদার টেকনোলজী ও ফুটওয়্যারের ওপর দু'বছর মেয়াদী এডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স ও ৩টি বিষয়ের ওপর আর্টিসান কোর্স চলছে। এর পর '৭৯-'৮০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিপ্লোমাউত্তর ২ বছর মেয়াদী কোর্স এবং '৮৩-'৮৪ সাল থেকে ৪ বছরের বিএসসি ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। কিন্তু শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রাবাস ও বিজ্ঞানাগার নির্মিত না হওয়ায় সে বছর সার্টিফিকেট কোর্সে ছাত্র ভর্তি করা হয়নি। এর মধ্যে ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ছাত্র অসন্তোষের জন্যে প্রায় সারাবছর কলেজ বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে ১৯৮৭-৮৮ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলে সার্টিফিকেট কোর্স পুনরায় চালু করার জন্যে সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলাম তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলামের খসড়া প্রণয়ন করতে গিয়ে কলেজ একাডেমিক কাউন্সিল দীর্ঘসূত্রিতা ও টিলেমির আশ্রয় নেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শেষপর্যায়ে ১৯৯১ সালের ৮ জুন কলেজের শিক্ষক পরিষদের সভায় কোর্স প্রবর্তনের জন্যে একটি 'স্টাডি কমিটি' গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮ জুলাই '৯১ সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ মোঃ ফজলুল করিমের সভাপতিত্বে কমিটি সার্টিফিকেট কোর্স পুনরায় চালুর পক্ষে চূড়ান্ত সুপারিশমালা তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালক বরাবর পাঠায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার ভাগ্য সম্পর্কে কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি। অথচ চলতি বছরেই কলেজ পরিদর্শনে এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠালে এতে সম্মতি দিতে অসুবিধা নেই বলে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালক আর. মল্লিক জানিয়েছিলেন।

এ প্রেক্ষিতেই 'আর্টিসান-ইন-ট্যানিং' কোর্সের ছাত্ররা কোর্স চালুর গত ১৩ আগস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে চরমপত্র দিয়ে ১৮ আগস্ট থেকে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে আসছে এবং কলেজ অধ্যক্ষের কক্ষ 'সীলগালা' করে অন্যান্য কক্ষেও তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

আন্দোলনরত ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, সার্টিফিকেট কোর্স চালু না হলে চামড়া শিল্পে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির অভাব দেখা দেবে। কারণ সুপারভাইজার বা এর নিচের পদগুলোতে সাধারণতঃ সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করা ছেলেরা এবং আরো নিচে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বা কারুশিল্পী হিসেবে আর্টিসান কোর্স পাশ করা ছেলেরা নিয়োগ পায়। আর ডিগ্রি পাশ করা ছেলেদের জন্যে নির্ধারিত হলো চামড়া প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলীর পদ।

এ প্রেক্ষাপটে কলেজটিতে সার্টিফিকেট কোর্স চালু এবং বিএসসি ডিগ্রি কোর্সটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ উপরন্তু স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের পদ পূরণ করা জরুরি। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ কলেজের একাডেমিক ইনচার্জ মোঃ আব্দুল হান্নান এই প্রতিনিধিকে বলেছেন, "সবার সমস্যা আমরা চিঠি দিয়ে বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছি। আমার এর চেয়ে বেশি কিছু করার নেই।"